ভারত জাকাত মাঝি মাড়োওয়ার ডাকে বন্‌ধ

অনুপ ঘোষ, শালবনি ঃ আদিবাসীদের জমির উপর ঝাড়খন্ড রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদে শালবনিতে আদিবাসীদের রেল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসীদের সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারাগনা মাহালের ডাকে শুক্রবার এই অবরোধে সামিল হন অসংখ্য আদিবাসী মানুষ। এদিন জেলার আরও তিনটি স্থানে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে রেল ও সড়ক অবরোধ করা হয়। এগুলি হল বেলদার নেকুড়সেনি, ডেবরা ও ঝাড়গ্রামের খেমাশুলিতেও এদিনের কর্মসূচীতে সামিল হন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ। শালবনিতে এদিন সকাল সাড়ে ৬ টা থেকে শুরু হয় রেল অবরোধ। দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর সেকশানের এই স্টেশনে অসংখ্য আদিবাসী মানুষ তীরধনুক, টাঙিসহ তাদের চিরাচরিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রেলের লাইনে বসে পড়েন। ফলে এই সেকশনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ট্রেন পরিষেবা। শালবনির উপর দিয়েই চলে গেছে ৬০নং জাতীয় সড়ক। রেল অবরোধের সাথে সাথে শালবনি-গোদাপিয়াশালের মাঝে সেই সড়ক অবরোধেও সামিল হন এই সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা। এর ফলে এই জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায় সকাল থেকেই। তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় রাস্তায়। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মাহালের তোলা দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এইদিন শালবনিতে তাঁদের অবরোধে সামিল হন। আদিবাসী বিকাশ মঞ্চ, অ্যাসেকা প্রভৃতি কয়েকটি আদিবাসীদের সংগঠন। সিপিএমের আদিবাসী সংগঠন আদিবাসী অধিকার মঞ্চ এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এইদিন শালবনিতে সামিল হন এই সংগঠনের বহু কর্মী সমর্থক। অধিকার মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক সিপিএমের প্রাক্তন সংসাদ পুলিনবিহারী বাস্কে এইদিন নিজে শালবনিতে এসে অবরোধকারীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে যান। তিনি বলেন, সবদিক দিয়ে কী কেন্দ্র সরকার, কী রাজ্য সরকার আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তাই আদিবাসীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যই আমরা তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। ভারত জাকাত মাঝি পারগাণা মাহালের জেলা নেতা দিলীপ মন্ডল, শালবনি ব্লক নেতা স্বপন টুডুর নেতৃত্বে এইদিনের অবরোধ কর্মসূচীতে সামিল হন বহু আদিবাসী রমণীও। রেল অবরোধের ফলে এইদিন দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশন থেকে এক প্রেস বিবৃতি দিয়ে ৩ টি ট্রেনকে এইদিনের মতো বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে ৫ টি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়, ৬টি ট্রেনের যাত্রাপথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এইদিন শালবনিতে আদিবাসী সংগঠনগুলির রেল ও সড়ক অবরোধ সামলাতে প্রচুর জেলা পুলিশ ও রেলপুলিশ মোতায়েন করা হয়। দিনভর চলা এই অবরোধে নাকাল হন ট্রেন ও বাসের নিত্যযাত্রীরা। তাঁদের দাবি না মিটলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে বলে এইদিন হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ।

একাদশ শ্রেণির ছাত্রী অপহরণ কাণ্ডে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ অতিরিক্ত পণের দাবিতে এক গৃহবধূর মুখে বিষ ঢেলে তাকে খুন করার অভিযোগে পলাতক শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করল রামনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মৃতা মৌমিতা মৈশালের স্বামী অশ্বিনী মৈশালকে আগেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বর্তমানে অশ্বিনী কাঁথি উপসংশোধনাগারের বিচারাধীন বন্দী। মৃতার বাবা রামনগরের বাধিয়া গ্রামের বাসিন্দা অশোক মৈশাল জানিয়েছেন, বিয়ের সময় জামাই অশ্বিনী মৈশালের দাবি মতো তাকে যৌতুক দিয়েছেন তিনি। তারপরেও মেয়ের উপর অতিরিক্ত পণের দাবিতে অত্যাচার চালাত জামাইসহ তার পরিবারের লোকেরা। জানিয়েছেন, গত এপ্রিল মাসে মৌমিতার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে তাঁকে খুন করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। অভিযোগ পেয়ে রামনগর থানার পুলিশ মৃতার স্বামী অশ্বিনী মৈশালকে গ্রেফতার করে। তবে গা ঢাকা দেয় শ্বশুর মোহন মৈশাল ও শাশুড়ি পুষ্পরানি মৈশাল। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে দুই জনের ঠিকানার খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের শুক্রবার জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কাঁথি মহকুমা আদালত।

মহাসমারোহে হুল উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম এর নয়াগ্রামের জামরুঘুটু (পাতিনা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত) সিধু কানু গাঁওতা ক্লাবের উদ্যোগে ১৬ তম হুল দিবস সাড়ম্বরে পালিত হল । উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক নয়াগ্রাম ও ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের এসটি, এসসি ও ওবিসি সেলের সভাপতি এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল মুর্মু, জেলা পরিষদ সদস্য শংকর হাঁসদা, গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সিংরাই মুর্মু, বড়পাট থেকে জামরুঘুটু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার কয়েক হাজার লোক নিয়ে পদযাত্রা হল প্রতিবছরের ন্যায় আদিবাসী সংস্কৃতি চলে আসছে। সিপিএম আগে রাজনীতি করতো এই হুল দিবস নিয়ে। পতাকা উত্তোলন ও সিধু-কানু-বিরসার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দুলাল মুর্মু, ২০০২ সাল থেকে হুল দিবস পালন করে আসছেন তিনি।

চুরির আগেই গ্রেফতার ৩ দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ লোকের বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন দুষ্কৃতীকে চুরি করার আগেই গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা হল কাঁথির পদ্মপুখুরিয়ার সুর্যনারায়ণ পাত্র, কিশোরনগরের অসিত মাইতি ও মারিশদা থানার বেতালিয়া গ্রামের প্রসেনজিৎ মাইতি। বৃহস্পতিবার এরা তিনজন কাঁথি বাইপাশে একসাথে জড়ো হয়েছিল। তিনজন দুষ্কৃতীকে দেখে এলাকাবাসী গোপনে পুলিশকে খবর দেয়। এরপরেই অভিযান চালিয়ে পুলিশ এদের গ্রেফতার করে।

হলদিয়ার অম্বুজা মলে উদ্ধার কার্যের নকল মহড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ শপিং মলে হঠাৎ করে আগুন লাগলে কিভাবে খরিদ্দার ও মলের কর্মীদের নিরাপদভাবে উদ্ধার করা যায় তার জন্য নকল মহড়া অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়ার অম্বুজা শপিং মলে আচমকা আগুন লাগিয়ে মলের কর্মীদের উদ্ধার কার্যের প্রশিক্ষণ দেন হলদিয়ার দমকল বিভাগের কর্মীরা। সাথে ছিল ভাবনীপুর থানার পুলিশ। হলদিয়ার অম্বুজা শপিং মলের আধিকারিক পার্থ দেবদাস, সন্দীপ চক্রবর্তীরা জানিয়েছেন, তাঁদের শপিং মলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসেন। যে কোনও দিন কোনও কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই সময় যাতে সমস্ত গ্রাহক ও মলের কর্মীদের নিরাপদভাবে মলের বাইরে বের করে আনা যায় তার জন্যেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে উদ্ধার কার্যের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বাড়ি ভাড়া নিয়ে মধুচক্র, গ্রেফতার ৫

মিলন পন্ডা,বাজকুল ঃ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সেজে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে মধুচক্রের আসর ফেঁদে বসবাস করায় কলকাতার বাসিন্দা নির্মলেন্দু বিশ্বাসকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে বাড়ির মালিক, ব্যবসার সহযোগী এক মহিলা সাগরেদ সহ দুই দেহপসারিনীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানার বাজকুলের এই ঘটনা নজরে আসার পরেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভূপতিনগর থানার ওসি তমোজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকাবাসী সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছিল বাজকুলে অমলেন্দু পাঁজা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে মধুচক্রের আসর বসে। স্থানীয়দের থেকে বৃহস্পতিবার রাতে আসর বসার খবর পাওয়ার পরেই অভিযান চালিয়ে নির্মলেন্দু বিশ্বাস নামে মধুচক্রের আসরের মালিককে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করাহয় বর্ধমানের বাসিন্দা ফতেমা বিবি ও কলকাতার সোমা বিশ্বাসকে। ওসি তমোজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অমলেন্দু পাঁজা ও হেঁড়িয়ার অধিবাসী ঝুমা প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজকুল এলাকার অধিবাসীরা জানিয়েছেন, প্রথমে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ পরিচয় দিয়ে নির্মলেন্দু বিশ্বাস এখানে বাড়ি ভাড়া নেয়। তারপর যখন তখন বাড়িতে অপরিচিত যুবক-যুবতীর আসা যাওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকায় সন্দেহ তৈরি হয়। স্থানীয়রা আরও জানিয়েছেন, ভাড়া বাড়ির মালিক অমলেন্দু পাঁজাকে জানিয়েও কোন ফল না হওয়ায় তাঁরা পুলিশকে ঘটনাটি জানান। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ৩ অভিযুক্তকে শুক্রবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও ফতেমা বিবি ও ইতি বিশ্বাসকে হোমে পাঠিয়েছে আদালত।

ভগবানপুরে ছেলেধরা সন্দেহে মদ্যপকে মার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ শুক্রবার বিকালে ছেলেধরা সন্দেহে এক মদ্যপ যুবককে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর শুরু করে এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার নিমতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে। পরে খবর পেয়ে ভগবানপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রহৃত যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জানা গেছে, ভগবানপুরের মাসুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা শংকর মাঝি এইদিন বিকালে মদ্যপ অবস্থায় নিমতলা এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। স্থানীয় মানুষদের এই যুবককে দেখে সন্দেহ হয়।

তারা তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করায় শংকরের উত্তরে অসংগতি ধরা পড়ায় তাকে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর শুরু করা হয়।

স্কুলের দরজা ভেঙে আসবাবপত্র ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-২ ব্লকের দুবদা পঞ্চায়েতের খাগদা পল্লীশ্রী হাইস্কুলের একটি ক্লাসরুমের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সমস্ত আসবাব পত্র ভাঙচুর করে গেল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। খাগদা পল্লীশ্রী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বর জানিয়েছেন, তাঁদের বিদ্যালয়ের সামনে দোকানে কিছু যুবক বসে ছাত্রীদের উত্যক্ত করত। এটা জানার পরেই বিদ্যালয়ের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে সেই যুবকদের সাবধান করা হয়। তারপরেই দুষ্কৃতীরা অষ্টম শ্রেণির ক্লাস রুমের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে। সেখানে লাইটসহ ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম ও কিছু বেঞ্চ ভাঙচুর করেছে। সকালে বিদ্যালয়ে আসার পর ঘটনাটি নজরে আসে। প্রধানশিক্ষক বলেন, কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বোঝা যাচ্ছেনা। এগরা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

ছাত্রদের ক্লাস নিলেন ট্রাফিক ডিএসপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেচেদা ঃ তমলুক মহকুমার নেতাজীনগর গোবিন্দপুর হাইস্কুলে এক ঘন্টার জন্য ট্রাফিক বিষয়ে ছাত্রদের নিয়ে ক্লাস করলেন ট্রাফিকের ডিএস পি স্বপন কুমার ঘোষ। আয়োজক ছিল তমলুক ট্রাফিক বিভাগ। এর আগে দুটি জায়গায় ক্লাস নেওয়া হয়। অভাবনীয় সাফল্য লাভ করার পর তৃতীয়বারের জন্য আয়োজন করা হয়। প্রায় তিনশো জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। আয়োজক তমলুকের ট্রাফিক ওসি কল্যাণ কুন্ডু বলেন, জেলায় প্রতিটি জায়গায় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচী সাফল্য পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করায় মূল উদ্দেশ্য। কল্যাণবাবু আরও জানান, তমলুক ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে প্রতি মাসে একটি করে স্কুলে এই ক্লাস চালু থাকবে।

পূর্ব মেদিনীপুরে দুইদিন ব্যাপী হুল দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উত্তর মেছোগ্রামের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দুইদিনের হুল দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ড. রশ্মি কমল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি মধুরিমা মন্ডল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার আলোক রাজোরিয়া, এলাকার বিধায়ক ফিরোজা বিবি প্রমুখ।

বিদ্যালয় খো খো প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে রাজ্যের সেরা পূর্ব মেদিনীপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ বিদ্যালয় স্তরের রাজ্য খো খো প্রতিযোগিতায় মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হল পূর্ব মেদিনীপুর। ফাইনাল ম্যাচে জলপাইগুড়িকে পরাজিত করে রাজ্যের সেরা হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিলা দল। গত তিনদিন ধরে রাজ্য বিদ্যালয় খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোলাঘাটের সাগরবাড় বান্ধব সত্যেশ্বর হাইস্কুলের মাঠে। জানা গেছে, বিদ্যালয় স্তরের ৬৩ তম রাজ্য খো খো প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি জেলা অংশগ্রহণ করেছিল। শুক্রবার মহিলা ও পুরুষ বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের বিভাগে জলপাইগুড়ি ও হুগলি পরস্পরের মুখোমুখি হয়। সেই ম্যাচেও জয়ী হয় হুগলি। জলপাইগুড়িকে দুটি বিভাগে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রতিযোগিতার আয়োজক পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার তরফে জানা গেছে, এই প্রতিযোগিতা থেকেই রাজ্যের মহিলা ও পুরুষ দলের ১৮ জন করে খো খো খেলোয়াড়কে বেছে নেওয়া হবে।

নরেন্দ্র মোদির বিচার মঞ্চের গো মাতা প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেচেদা ঃ নরেন্দ্র মোদী বিচার মঞ্চ থেকে দুটি জায়গায় জনসাধারণকে গো মাতা প্রদান করা হয়েছে। বাপুরহাট ও দেউলিয়া কুলশিটা অঞ্চলে ২৫ টি গো মাতা প্রদান করা হয়। দুটি অনুষ্ঠানেই হাজির ছিলেন বিজেপি প্রভাবিত নরেন্দ্র মোদী বিচার মঞ্চের রাজ্য সভাপতি সন্দীপ বোস ও জেলা সভাপতি মহাদেব দাস। মহাদেববাবু বলেন, গো মাতা প্রদান করা শুরু হয়েছে। জেলার প্রতিটি জায়গাতেই এই কর্মসূচী ছড়িয়ে দেওয়া হবে।